দৈনিক বাংলা

২১ OCT 1992

তারিখ ... 1 OCT 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

৪৪

পরীক্ষার স্থগিত ফল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩০২৯ জন ডিগ্রী পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এদের অপরাধ, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন। একজন ছাত্রকে চিরতরে বহিষ্কার করা হয়েছে একজন পরিদর্শককে আঘাত করার জন্য। ১৮ অক্টোবর যশোর বোর্ডের খবরে বলা হয়েছে ৫৩৬ জন এইচএসসি পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ফল প্রকাশ স্থগিত রাখার কথা। এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এক শ্রেণীর শিক্ষকদের দুর্নীতি ও রেজিস্ট্রেশনের ত্রুটির জন্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে আছে ১৯৮৮–১৯৮৯ এবং ১৯৯১ সালের পরীক্ষার্থীরা। ১৯৮৮, ১৯৮৯ সালের ছাত্ররা ছিল মাস্টার ডিগ্রী পরীক্ষার্থী। আর সমস্যাটি এই সময় এবং কালক্ষেপণ নিয়েই। ১৯৮৮ সালের যারা পরীক্ষার্থী তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচার করতে ১৯৯২ সাল কেটে গেলে ছাত্রছাত্রীদের বিপদে পড়বার কথা পরবর্তী পরীক্ষা নিয়ে। চাকরির বয়স নিয়ে এক কথায় ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে। আর এ কথাও সঠিক নয় যে সকল অভিযুক্ত ছাত্ররাই দোষী। এদের মধ্যে অনেকেই নির্দোষ প্রমাণিত হতে পারে। তাদের ব্যাপারে সময়মত সিদ্ধান্ত নেয়া হলে তারা নিয়মিত পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এ কাজটি কোন কালেই সময়মত করা হয় না। এ সিদ্ধান্ত বিলম্বিত হবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল প্রকাশের মত। আর বিড়ম্বিত হচ্ছে পরীক্ষার্থীরা।

এ ব্যাপারে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডও কম যায় না। যশোর বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফল স্থগিত রাখার খবরই তার প্রমাণ। খবরে বলা হয়েছে ঃ শিক্ষকদের দুর্নীতি এবং রেজিস্ট্রেশনের ত্রুটির জন্য ৫৩৬ জন ছাত্রের পরীক্ষার ফল প্রকাশ স্থগিত আছে।

কিন্তু কেন? এই প্রশ্নটি প্রতি বছরই দেখা দিচ্ছে। সাধারণভাবে প্রশ্ন উঠছে, পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র সঠিক করে দেখাশুনা পরীক্ষার পূর্বেই করার নিয়ম। এবং এই ভিত্তিতেই পরীক্ষার প্রবেশপত্র দেওয়ার নিয়ম। পরীক্ষার প্রবেশপত্র অনেক সময় চাকরির সার্টিফিকেট হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। আর সেই প্রবেশপত্র নিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার পর রেজিস্ট্রেশনের ত্রুটি বা শিক্ষকদের দুর্নীতির অভিযোগে ছাত্রদের পরীক্ষার ফল স্থগিত রাখা হলে ঘটনাটি অসঙ্গতিপূর্ণ হয় না কি? এবং প্রকৃতপক্ষে ছাত্ররা বিনাদোষে বিপর্যস্ত হয় না কি? শিক্ষকদের এই দুর্নীতি বা রেজিস্ট্রেশনের ত্রুটি সম্পর্কে কি শিক্ষা বোর্ড পূর্বে অবহিত ছিল না? আর রেজিস্ট্রেশনে ত্রুটি থাকলে প্রবেশপত্র দেওয়া হয় কোন ভিত্তিতে!

এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন বোর্ড কর্তৃপক্ষ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে প্রতি বছর এ নিয়ে লেখালেখির পরেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। এ ধরনের দুর্নীতির জন্য কারো বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি। অপর পক্ষে প্রতিবছর অসংখ্য ছাত্রছাত্রী বোর্ডের ত্রুটির শিকার হচ্ছে। এবারও তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এ পরিস্থিতি কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সুনামের নয়।